দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 22 DEC 1994
পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

চট্টগ্রাম ভার্সিটির পরীক্ষার খাতা কেলেংকারি

অধ্যাপকসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

চট্টগ্রাম অফিস ।। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাস পরীক্ষার খাতা কেলেংকারির সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জিএমএ লতিফ খান এবং দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আফসার আলী এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিসের অপর ৪ জন

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম ভার্সিটি

(১ম পৃঃ পর)

কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সাসপেণ্ড, বাধ্যতামূলক অবসর এবং চাকুরীচ্যুত (ডিসমিস) করা হইয়াছে। মোহাম্মদ হাশেম নামে একজনকে পদাবনতি করা হয়। ইহাছাড়া দর্শন বিভাগের শিক্ষক আবদুল খালেক, মোজাম্মেল হক এবং মোজাফফর আহমদকে পুনরায় তদন্ত কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত না রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গতকাল বুধবার ভিসি অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিণ্ডিকেটের বিশেষ সভায় ৪ মাসব্যাপী তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক আবু সালেহকে চেয়ারম্যান এবং অন্য সকল অনুষদের ডীনবৃন্দকে সদস্য করিয়া গঠিত তদন্ত কমিটি মোছাখখারুল ইসলাম খান ও শফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাহাদিগকে স-সম্মানে কাজে যোগ দানের অনুরোধ করা হয়। সিণ্ডিকেটের সভায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, লতিফ খান, অধ্যাপক আফসার আলী এবং একজন সিনিয়র কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ পুনরায় তদন্তের জন্য অধ্যাপক সেকান্দর খানকে প্রধান করিয়া অপর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে। যাহাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে তাহারা হইলেন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হাবিবুর রহমান (বাধ্যতামূলক অবসর), সেকশন অফিসার নাসির উদ্দিন (বরখাস্ত), কর্মচারী খবির উদ্দিন (বরখাস্ত) এবং আবদুস সাত্তার আখন্দ (সাসপেণ্ড)। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে বি, বি, এ প্রশ্ন ফাঁসের সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে একজন অধ্যাপককে সাসপেণ্ড করা হইয়াছিল।